International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-V, March 2017, Page No. 39-46
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

পশ্চিম ত্রিপুরার আঞ্চলিক বাংলা উপভাষা

বর্ণালী ভৌমিক ঘোষ
Principal Investigator for UGC Project,
Asst. Prof., Dept. of Bengali, Dasaratha Deb Memorial College, Khowai, Tripura, India

Abstract

The Bengali dialect at state of Tripura situated in the North-East India is being diverse with that of the standard Bengali language.The geographical contiguity of whole 845 km. of the border of Tripura from North to South of Bangladesh and in the East with Assam has an impact on the Bengali dialect being used in Tripura.

This research paper focuses on the use and ascent of Bengali at district of West Tripura, including the capital Agartala and it's related sub-divisions.The field work being done for the preparation of this manuscript is a genuine work of its kind.

Keywords: West Tripura, capital, Bengali dialect, Deviation.

বাংলা মৌখিক উপভাষাকে বিশ্লেষণ কালে পশ্চিম ত্রিপুরার সার্বিক অবস্থান জানা অত্যন্ত জরুরী। কারণ, আত্মিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যম ভাষার সঙ্গে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক যোগাযোগ স্পষ্ট। ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরার পশ্চিমেই অবস্থিত রাজধানী শহর আগরতলা, যেখানে একাধিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান দেখা যায়। জনজাতির বহুল বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক জীবনচর্যাবোধও এখানে স্পষ্ট। বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীর মধ্যেও বৈচিত্রতা চোখে পড়ে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকাশ পূর্ণাঙ্গ হয়েছে রাজধানী আগরতলাকে কেন্দ্র করে। তাই বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী বিভিন্ন পেশায়- জীবিকায়, অর্থনৈতিক-সামাজিক স্তর বৈষম্যের মানুষগণ, বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তুলনামূলক অনেক বেশি সচেতন। এছাড়াও রাজধানী ত্রিপুরাতেই রয়েছে রাজবাড়ি, যার অন্দরে একদা লালিত হয়েছিল, সযত্নে রক্ষিত হয়েছিল একাধিক ভাষা। এ সম্পর্কে ত্রিপুরার বাংলা ভাষার গবেষক অধ্যাপক কুমুদকুণ্ডু চৌধুরী মহাশয় তাঁর 'ত্রিপুরার ভাষাচর্চা: বাংলা ও কক্‌বরক' (অক্ষর পাবলিকেশনস্, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৬, ISBN No. 81-89742-04-3) গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের আলোকে ত্রিপুরার কথ্যবাংলার গতিপ্রকৃতি' প্রবন্ধের ২৭-তম পৃষ্ঠায় বলেছেন: "রাজ-অন্দরে পুরুষ ও নারী একই সঙ্গে সহাবস্থান করতেন, যদিও নারীদের ভূমিকা ছিল সেখানে মুখ্য। কারণ, মণিপুর, নেপাল, রাজস্থান, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ থেকে রাজকুমারীরা বৈবাহিক সূত্রে ত্রিপুরার রাজবাড়িতে এসেছিলেন এবং তাঁদের সন্তানগণ নিজ নিজ মাতৃভাষায় কথা বলতেন। মহারাজা বীরবিক্রমের সময়ে কোচবিহারের এক রাজকন্যাও ঠাঁই পেয়েছিলেন রাজবাড়িতে। যদিও তাঁর মুখের ভাষা ছিল রাজবংশীয়ভাষা, যাকে উত্তরবঙ্গের বাংলার এক উপভাষা বলা যেতে পারে। মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকাল থেকে ত্রিপুরার সর্বশেষ রাজা মহারাজ বীরবিক্রমের রাজত্বকাল পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজবাড়িতে বিরাজ ছিল একটি বহুভাষিক (Multi lingual) ধারা। এছাড়াও রাজবাড়িতে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের সামন্তকন্যারাও এসেছিলেন ওই একই বিবাহসূত্রে। এই বহুভাষিক অবস্থানের জন্য রাজপুত্র ও রাজকন্যারা একই সঙ্গে একাধিক ভাষা বলতে পারতেন এবং এই বহুভাষিক অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সমতল ত্রিপুরার

কথ্যবাংলা ও ত্রিপুরার কক্‌বরক ভাষা”। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, বৈচিত্র্য ভাষা ব্যবহারকারীদের একই অবস্থান ছিল ত্রিপুরার আগরতলার রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে।

শুধু তাই নয়, রাজধানী শহর হওয়ার দরুণ, এই স্থানেই মানুষের ঢল শিক্ষা-জীবিকা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কারণেও এসে প্রজন্ম পরম্পরায় বসবাস করে। আবার বর্হিরাজ্য ও ত্রিপুরারই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একাধিক কারণে মানুষের প্রবেশ ঘটেছে আগরতলাকে কেন্দ্র করে। আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত অধ্যায়ে, যেখানে ভাষাতাত্ত্বিক মানদণ্ডের সাপেক্ষে ভাষা কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে- সেখানে বিস্তারিত এই ধারণার বিশ্লেষণ করবো। ক্ষেত্রসমীক্ষার মধ্যে দিয়ে উঠে আসা পশ্চিম ত্রিপুরার ভাষা বিশ্লেষণকালে, তাই রাজধানী আগরতলার ভাষাবৈচিত্র্য স্থান পাবে এই অধ্যায়ে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা দ্রাঘিমাংশ ৯১ ডিগ্রি ০৯ মিনিট পূর্ব থেকে ৯১ ডিগ্রি ৪৭ মিনিট পূর্ব এবং অক্ষাংশ ২৩ ডিগ্রি ১৬ মিনিট থেকে ২৪ ডিগ্রি ১৪ মিনিট উত্তরে অবস্থিত। ৩৫৪৪ বর্গ কিলোমিটার পশ্চিম ত্রিপুরার পূর্ব সীমান্তে উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ সীমান্তে দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং উত্তর সীমান্তে বাংলাদেশ অবস্থিত। সম্পূর্ণ পশ্চিমাঞ্চলটি ভৌগলিক অবস্থানও এই অঞ্চলের মানুষদের মৌখিক আঞ্চলিক বাংলা উপভাষায় বৈচিত্র্যতা দান করেছে।

পশ্চিম ত্রিপুরায়, বর্তমানে বাংলা উপভাষার যে রূপটি প্রধানত ব্যবহৃত হয়, তা হল মান্য চলিত বাংলাভাষার পাশাপাশি চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, ইত্যাদি (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) জেলায়, স্থানে ব্যবহৃত বাংলাভাষারই পরিবর্তিত, পরিমার্জিত রূপ। যদিও পূর্বপ্রজন্মের কথোপকথনে ধরা পড়ে অপরিবর্তিত, বিশেষ কিছু নির্দিষ্ট শব্দ-বাক্যের ব্যবহার কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম অনেক বেশি পরিশীলিত, মান্য চলিত বাংলা ভাষা ব্যবহারে আগ্রহী। সূর্যমণিনগর, সেকেরকোট, চাম্পামুড়া, পূর্বকুঞ্জবন, ভট্টপুকুর, বাগমারা, চম্পকনগর, রামনগর, কল্যাণপুর, সিমনা, খয়েরপুর, জিরানীয়া, মোহনপুর, বামুটিয়া, কমলাসাগর, বিশালগড়, খোয়াই ইত্যাদি স্থানগুলি পরিভ্রমণকালে সে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, সেখানে দেখা গেছে যে- একাধিক উপভাষা ব্যবহারকারীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহাবস্থান এর দরুন কোন বিশেষ-নির্দিষ্ট উপভাষার রূপ স্পষ্টভাবে উঠে আসে না। উপরন্তু, একই ব্যক্তি একই সঙ্গে, মান্য ভাষার পাশাপাশি উপভাষা ব্যবহারকারীও হয়ে উঠেছে। আবার, কোন ব্যক্তি একই সাথে, দুটি উপভাষায় ব্যবহৃত পৃথক দুটি শব্দ ব্যবহার করেও বাক্য বলতে সক্ষম। অর্থাৎ, একাধিক ব্যক্তির মৌখিক ভাষার রূপ ব্যবহারে বৈচিত্র্যতা লক্ষিত হয়েছে। তবে, পশ্চিমে যেহেতু বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলা অবস্থিত, তাই কুমিল্লা জেলার ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা ত্রিপুরার পশ্চিমাঞ্চলে অধিক। তবে, পশ্চিম ত্রিপুরার অন্তর্গত রাজধানী আগরতলায় বাংলা ভাষার ব্যবহারিক রূপ অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ।

ক্ষেত্রসমীক্ষার সূত্র ধরে প্রাপ্ত উপাদান- তথ্যের বিশ্লেষণে যে সকল বৈচিত্রতা ধরা পড়েছে পশ্চিম ত্রিপুরায় বাংলা আঞ্চলিক মৌখিক ভাষার মধ্যে, সেগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

প্রথমতঃ তাড়নজাত মূর্ধন্য ব্যঞ্জন ‘ড়’-এর স্থানে দন্ত্য ‘র’ এর ব্যবহার। বাক্‌ব্যবহারেই এই ধ্বনি ব্যবহারের পার্থক্যতা চোখে পড়ে। যেমন- বাড়ি>বারি, বড়>বর ইত্যাদি। আবার, তাড়নজাত দন্ত্য ‘র’ –এর স্থানে পার্শ্বিক ‘ল’ ধ্বনির প্রয়োগও দেখা যায়। এই ‘ল’ –ধ্বনির ব্যবহার অজান্তেই লেখ্য রূপেও ধরা দেয়। যেমন- ‘ভাত খাইয়্যা খালি আইছি। শরীল ভালা লাই’। (খোয়াই জেলার ধলাবিল এর শ্রী তাপস পাল এর মন্তব্য, মূল গৃহঃ নাসিরপুর, বাংলাদেশ)

দ্বিতীয়তঃ স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে সম্মুখ প্রসৃত উচ্চমধ্য ‘এ’ ধ্বনি প্রায়শই নিম্নমধ্য ‘এ্যা’ কিংবা ‘অ্যা’ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন- ‘বা দিকে গিয়া সাইর‌্যা ঘুইর‌্যা আইয়াই বাড়িটা’ (ধলেশ্বর, পশ্চিম ত্রিপুরায়, শ্রীতপন চক্রবর্তী মন্তব্য মূল গৃহঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাংলাদেশ)। কোন কোন ক্ষেত্রে ‘সাইর‌্যে’, ‘ঘুইর‌্যে’ শব্দদ্বয়ও উচ্চারিত হয়।

তৃতীয়তঃ দিত্ব ব্যঞ্জন উচ্চারণের প্রবণতা লক্ষিত হয়। যেমন- ‘আমরার কথা শুন্নার মানুষ লাই’। (কুচপাড়া, পশ্চিম ত্রিপুরায়, সুপ্রিয়া দত্তের মন্তব্য), ‘সংরানতীর সময় ওরা পিট্টা খাইয়া আজও পুরী পিট্টা বানাইমু’ (কল্যাণপুর, হিমানী শষম এর মন্তব্য)ম ‘বেজ্জুন গরু আর কইত চলি আইচে’ (দ্বারিকাপুর, রূবী দাস এর মন্তব্য), ‘ইত্তাদা কিতা করণ। বাংলাদেশের সম্পত্তি পাইমুনি। তেইল্লে তো রাজা হইয়া গেলাম নে’। (খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা, শ্রী সুধীর দেব এর মন্তব্য, মূল গৃহঃ হবিগঞ্জ, বাংলাদেশ) ‘অন্নেরা কইত্তুন আইসোন’ (লক্ষ্মীনারায়ণপুর, শ্রী রুমা দাস এর মন্তব্য) ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ অনির্দেশক ‘তো’, ‘তাম’ এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় বাক্যে। যেমন-‘ তরে একটা জিনিস খাওয়াইলাম নে, কিন্তু হসুজ দেইখ্যা খাওয়াইতাম না’। (লালছড়া, খোয়াই এর মনিকা দেব এর মন্তব্য। মূল গৃহঃ কালীগচ্ছ, বাংলাদেশ) ‘এমনই, কেরে কইতে পারতাম না! কে-রে’। (সূর্য্যমণি নগর, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন্টু সাহার মন্তব্য মূল গৃহঃ কুমিল্লা বাংলাদেশ), ‘কিতা কইতাম। আরে ভাই কেমন আছ’। (আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, উত্তম দাস এর মন্তব্য, মূলগৃহঃ লাকসাম, কুমিল্লা,বাংলাদেশ)।

পঞ্চমতঃ প্রশ্নবোধক নির্দেশক এর শেষে অতিরিক্ত ‘তা’ এর প্রয়োগ বাক্যে লক্ষ্য করা যায়। যেমন- ‘কিতা কইতাম’। (পূর্ব দৃষ্টান্ত লক্ষ্যণীয়), ‘কিভাবে কিতা দিয়া খাইছত’। (কল্যাণপুর, গোপালনগর, খোয়াই ত্রিপুরায় সঞ্চিতা-ভদ্র-এর মন্তব্য), ‘তুমি আবার কিতা সারভে করতে বাইরুইছো’। (ধলাবিল, খোয়াই এর প্রতিমা দেব এর মন্তব্য, মূল গৃহ চিটাগাঙ্গ, বাংলাদেশ) ইত্যাদি।

ষষ্ঠতঃ অপিনিহিতির ব্যবহারও বাক্যে লক্ষিত হয়। যেমন- ‘লাম্বা কইর‍্যা বাইন্দ্যা খাঁচা বাইন্দো’। (ধলাবিল, খোয়াই-এর গোপাল পাল এর মন্তব্য), ‘সইন্ধ্যা হইছে বাড়িত যা’। (খাস কল্যাণপুর-এর পূর্ণিমা পাল এর মন্তব্য) ‘তোর বাবা জানি ঘুম তেইক্যা উইঠ্যা কই গেল’। (ধলাবিল-এর মালতী দেব এর মন্তব্য) ইত্যাদি।

সপ্তমতঃ বাক্যমধ্যে শব্দশেষে অতিরিক্ত ‘ত’-দন্ত্য ধ্বনির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন-‘গেছে গানি বাড়িত্? এই চিপাত, কোনাত গিয়া বইচো কেরে’। (সূর্য্যমণিনগর, এর অপর্ণা চক্রবর্তীর মন্তব্য, মূলগৃহ সেকেরকোট), ‘তাইনের বাড়িত্ গেছলেন নি। (ধলেশ্বর আশুরঞ্জন নাগ এর মন্তব্য) ইত্যাদি।

অষ্টমতঃ দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি উচ্চারণকালে প্রায়ই একই বর্গের ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিটি, ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয় বাক্যে। যেমন- ‘তোর জেঠু বালা না, আমিও বালা না অকন্’। এক্ষেত্রে, মূর্ধণ্য ধ্বনি আঘোষ মহাপ্রাণ অঘোষ অল্পপ্রাণ রূপেও উচ্চারিত হয়েছে। (ধলাবিল, খোয়াই পশ্চিম ত্রিপুরা-র সুধারাণী চন্দ-এর মন্তব্য, মূল গৃহঃ ধর্মেন্দ্রহল, সিলেট, বাংলাদেশ), ‘বালা না, গলা ভাইঙ্গা গেছে গা, দেখনা?’ (আমতলি, পাপড়ি বণিক এর মন্তব্য, মূলগৃহ বিটগড়, বাংলাদেশ) ইত্যাদি।

আধুনিক শিষ্ট বা কথ্য বাংলা ভাষার (যাকে সাধারণত মান্যভাষা রূপে চিহ্নিত করা যায়) সঙ্গে সমগ্র পশ্চিম ত্রিপুরার ভাষার উচ্চারণ, ব্যবহারিক রীতি-প্রয়োগ, টান বা স্বরভঙ্গীতে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। এই পার্থক্য শুধুমাত্র পশ্চিম ত্রিপুরার ক্ষেত্রেই নয়। সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলেও বিদ্যমান। ক্ষেত্রসমীক্ষার মধ্যে দিয়ে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, ধ্বনি ব্যবহারে-প্রয়োগে একাধিক বিভ্রান্তি, স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনির প্রয়োগ রীতিতে পার্থক্য শিক্ষা, ধর্ম, লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী ভাষা পরিবর্তনশীল হয়ে উঠেছে। নিম্নে বেশ কিছু প্রয়োগরীতির উদাহরণ দেওয়া হল। প্রত্যেকটি উদাহরণই ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত।

১) ‘কইছ কেরে তুমি। না কইলেই তো হইত/অইত। মারটা সুন্দর হইছে/অইছে সব্ছে’। (ধলাবিল) (বলেছো কেন তুমি। না বললেই তো হত। মা-রটা সুন্দর হয়েছে সব থেকে)

২) ‘অই কিশোরদা, পি.এইচ.ডি পাইতে গেলে কিতা কিতা করতে হইব’। (ধলেশ্বর)
(এই কিশোরদা, পি.এইচ.ডি পেতে গেলে কি কি করতে হবে।)

৩) 'অন্যেরা কোইথুন চলি আইছইন'। (খাস কল্যাণপুর)
(অন্যদের কোথায় রেখে চলে এসছেন।)
৪) 'আপনি কইত থেইক্যা আইছইন'। (খাস কল্যাণপুর)
(আপনি কোথা থেকে এসেছেন।)
৫) 'ইটা কি দেখব এরা। অগলত্ই কৃষ্ণের নামই। যে যেভাবে ডাকে, ঠাকুর সেভাবেই আয়ইন্'। (খোয়াই)
(এটা কি দেখবেন এরা। এটা তো কৃষ্ণের নামই। যে যেভাবে ডাকে, ঠাকুর সেভাবেই আসেন।)
৬) 'পূজোর বাবা যে কইসলো, নতুন রাস্তা হইচে, আবার নতুন কইর‍্যা বিয়া করণ লাগব'।
(ধলাবিল) (পূজার বাবা যে বলেছিলেন, নতুন রাস্তা হয়েছে, আবার নতুন করে বিয়ে করতে লাগবে।)
৭) 'একটা কফি তরকারি লামাইছি, একটা আলুভাজা। ইতা কইতে পারি না আমি'।
(মোহনপুর) (একটা কপির তরকারি বানিয়েছি, একটা আলুভাজা। এটা বলতে পারি না আমি।)
৮) 'এইরকম পাইলে তুমি কইও আমারে। না! হাসতাছি তোমার খাওয়া দেইখ্যা'।
(সূর্য্যমণিনগর) (এরকম পেলে তুমি বোলো আমাকে। না! হাস্ছি তোমার খাওয়া দেখে।)
৯) 'এমনই, কেরে কইতে পারতাম না! কে-রে! হাপাইন্যা নিলে মানুষ বাঁচে নি? হাপাইন্যা না নিয়া যদি জিবি যাইত, তাহলে হানড্রেট পারসেন্ট গ্যারান্টি'। (সূর্যমণিনগর)
(এমনটা, ঠিক কেন তা বলতে পারতাম না। কেন। হাঁপানিয়া নিলে মানুষ বাঁচে না? হাঁপানিয়া না নিয়ে যদি জিবি যেত, তাহলে হানড্রেট পারসেন্ট গ্যারান্টি।)
১০) 'আমার তো তক্ক করার দরকার লাই। আমি নিজেরটা নিজেই কইর‍্যা কাইতে পারমু'।
(কুঞ্জবন) (আমার তো তর্ক করার দরকার নেই। আমি নিজেরটা নিজেই করে খেতে পারবো।)
১১) 'সবচেয়ে কাডাসের ভাষা অইল আসাইম্যা ভাষা'।(বাগমারা)
(সবথেকে কঠিন/ সমস্যামূলক/ খট্মটে ভাষা হল আসামের ভাষা।)
১২) 'কালকে ভালা ভূমিকম্প হইছে। আমি'ত ভাবছি আমার সাথে কেডা পুন্টামি করতাছে'। (চম্পকনগর)
(কালকে ভালো ভূমিকম্প হয়েছে। আমি তো ভাবছি আমার সাথে কে ইয়ার্কি, পুন্টামি-অশ্লীল শব্দ করছে)।

বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে, সমগ্র পশ্চিম ত্রিপুরার আঞ্চলিক মৌলিক বাংলা উপভাষা যথেষ্ট বৈচিত্রপূর্ণ। কারণ, ব্যবহারিক দিক দিয়ে যদি পর্যবেক্ষণ করা যায়, তবে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বাক্য ব্যবহার রীতি এবং শিক্ষাঙ্গনে, কর্মক্ষেত্রে, জীবিকার প্রয়োজনে, অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বাক্যের প্রয়োগরীতি ভিন্ন। আবার, লিঙ্গভেদে, বয়সভেদে-প্রজন্মভেদে, একই ব্যক্তি প্রয়োজন সাপেক্ষে একই বিষয়-বক্তব্যকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে- উপস্থাপনা করছেন একাধিক ক্ষেত্রে। ফলে প্রতিনিয়ত ভাষার প্রয়োগরীতির পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রাপ্ত উপাদান-তথ্য সমূহকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম বাক্যের নিম্নলিখিত শ্রেণিবিভাগ করে, অতঃপর কীভাবে সেই শ্রেণিবিভাগের অন্তর্গত বাক্যগুলি প্রয়োগ হয় পশ্চিম ত্রিপুরার মৌখিক ভাষায়- তা দেখানো হয়েছে এক্ষেত্রে।
বাক্যের শ্রেণিবিভাগ-

১) Assertive Sentence (নিশ্চয়াত্মক বাক্য)
২)Affirmative Sentence (স্বীকৃতিসূচক/ সম্মতিসূচক বাক্য)
৩)Negative Sentence (নেতিবাচক বাক্য)
৪)Interrogative Sentence (প্রশ্নবোধক বাক্য)
৫)Imperative Sentence (আজ্ঞাসূচক বাক্য)
৬)Optative Sentence (ইচ্ছাসূচক বাক্য)
৭)Exclamatory Sentence (বিস্ময় বোধক বাক্য)

৮)Simple Sentence (সরল বাক্য)
৯)Compound Sentence (যৌগিক বাক্য)
১০)Complex Sentence (জটিল বাক্য)

বিভিন্ন প্রকার বাক্যের প্রয়োগরীতি পশ্চিম ত্রিপুরার কথ্য উপভাষায় দেখানো হল। প্রতিটি ক্ষেত্রই ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর-

নিশ্চয়াত্মক বাক্য-

১) 'অগলত্ই কৃষ্ণের নামই। যে যেভাবে ডাকে, ঠাকুর সেভাবেই আয়ইন্'। (খোয়াই, সুবীর দেব)
২) 'গ্যাসে বসর বইন্যাত আমরার দুইড্ডা গুরু মইর‍্যা গেসিলগা'। (খোয়াই, মামন দেব)
৩) 'হি গাওত্র সাপ্তাহে ইক্দিন হাট বহে'। (জংরাই চরা, মন্দিরা দেবনাথ)

স্বীকৃতিসূচক/সম্মতিসূচক বাক্য-

১) 'হামার বারির দারে বর এ্যাকটা মসজিদ আসে'। (আগরতলা, নুরজাহান বেগম)
২) 'ভূমিকম্প বলে হেরা বাড়িত্ আইছে। এলিগ্যা এরা জোগার দিতাছে'। (সূর্যমণিনগর, দ্বীপজয় দেবনাথ)
৩) 'আমরা বাড়িত্ তন্ কসবা ছয় মাইল দূর অইব আকি'। (বাগমারা, সাধনা দত্ত)

নেতিবাচক বাক্য-

১) 'আমরার কথা শুন্নার মানুষ লাই'। (কুচপাড়া, সুপ্রিয়া দত্ত)
২) 'তরায় যন্তন্নায় আর বাললাক্ তা সে না' (কুচপাড়া, অমৃত দেবনাথ)
৩) 'যে পেটে ব্যথা করসে আমি বাঁচতাম না'। (দ্বারিকাপুর, মুক্তা মজুমদার)
৪) 'আজাইরা কামের বাজাইরা গীত গাইবার সময় নাই'। (কল্যাণপুর গোপালনগর, বাপী শীল)
৫) 'ইত্তাদা কিতা করন। বাংলাদেশের সম্পত্তি পাইমু নি। তেইল্লে তো রাজা হইয়া গেলাম নে'। (খোয়াই, সুধীর দেব)

প্রশ্নবোধক বাক্য-

১) 'ফোন করলে ফোন তোল না, আমরা কি এতই খারাপ নি?' (সূর্য্যমণিনগর, তাপস দেবনাথ)
২) 'কিতা কয় সায়ন? তুই কিতা লইয়া ঘুরস্?' (খোয়াই, ফণী দেব)
৩) 'এত শীতেরতে বাঁচি কেমনে রে বো?' (দ্বারিকাপুর, প্রিয়াঙ্কা দেব)
৪) 'বালা না, গলা ভাইঙ্গা গেছে গা, দেখ না?' (আমতলি, পাপড়ি বণিক)

আজ্ঞামূলক বাক্য-

১) 'এই তুমি যেখানেই যাও, খাইয়্যা যাইও'। (খোয়াই, সাবিত্রী দাস দেব)
২) 'যেটা দিছে, ইটাই বেশি দিছে। হ্যাঁ গা, এট্টু ডাল দিবা নি? (ধলাবিল, পল্টু দেব)
৩) 'লাম্বা কইর‍্যা বাইন্দ্যা খাঁচা বাইন্দো'। (ধলাবিল, গোপাল পাল)
৪) "তরে নো মানা করছি বেশী কথা কইতে না"। (গোপালনগর, অপু চন্দ)

ইচ্ছাসূচক বাক্য-

১) 'বগবান তুমার অন্যাক বালা কুরুক'। (ধলাবিল, ঝুনু দত্ত)
২) 'আজকা আর কই দিব। ক্যাটারিং থাকলে কইস্, আমি যামু'। (সূর্য্যমণিনগর, লিটন সাহা)
৩) 'মানুষে যে ইন্টারভো দিছে, হইছেনি চাকরী, বাবু? মানুষের উন্নতি হোগ্, এ্যাই আসা করি'। (সূর্যমণিনগর, মায়ারানী দেব)

বিস্ময়সূচক বাক্য-

১) 'আরেকদিন এমন, নাড়া দিলে শেষ। না, হের লগে ঘুমাইছি কালি। ইডা হ্যাগটা কত বর ভূমিকম্প, উমাইগো'। (ভট্টপুকুর, অমিতাভ দাস)
২) 'ইস্! মাণিক কাহা তুমার জমিডা বর সুন্দর লাগতেসে তো!' (সূর্যমণিনগর, দীক্ষা দে)
৩) 'এইরে! আগে কইতাম ইংরাজী কঠিন, এখন দেখি বাংলা কঠিন'। (আমতলি, শ্যামল দত্ত)

সরল বাক্য-

১) 'তুই দেখি কালা হইয়া গেছস্ গা'। (ধলাবিল, দীপক দেব)
২) 'তুমি আবার কিতা সারভে করতে বাইরুইছো'। (ধলাবিল, প্রতিমা দেব)
৩) 'বা দিকে গিয়া সাইর‍্যা ঘুইর‍্যা আইয়াই – বাড়িটা'। (ধলেশ্বর, তপন চক্রবর্তী)
৪) 'সুদীপ কি লেখালেখি করনি ম্যাগাজিন পত্রিকাতে'। (তেলিয়ামুড়া, সুজিত সরকার)

যৌগিক বাক্য-

১) 'দেখিস্ তো অবস্থা এ্যহন আর, সকাল তোরে যমে চাইতো না'। (খোয়াই, বাবুল দেব)
২) 'ভাত খাইয়্যা খালি আইছি, শরীর ভালা লাই'। (ধলাবিল, তাপস পাল)
৩) 'বালিসে চাপ দিয়া ঘুমাই নতুবা ইদার আমার অবশ হইয়া যায় গা'। (ধলাবিল, রঞ্জিতা পাল)

জটিল বাক্য-

১) 'অখন্ একটা ফোন করচেন, আমি বলছি যে, তোমার দিদা কোবাই আছে'। (খোয়াই, নির্মলাময়ী দেব)
২) 'আমরা তো প্রথম খালি এড্‌মিশন লইলাম, এখন যদি আমাদের ডাহে কলেজ তো আমাদের যাতি হবে'। (তেলিয়ামুড়া, রাকেশ দাস)
৩) 'ছাত্রছাত্রী যদি ভাল রেজাল্ট করে তবে মাস্টারের একটা গর্ব হয়। সে কইতাছে যে পূজার চান্দা নেয় আর ছাত্রছাত্রীরে একটা কলার টুকরা খাওয়াইয়্যা দেয়'। (সূর্যমণিনগর, রীনা দত্ত)

সমগ্র পশ্চিম ত্রিপুরায় বাংলা বাক্য গঠনরীতি যথেষ্ট আকর্ষণীয়। অর্থাৎ মানুষের মৌখিক আঞ্চলিক বাংলা উপভাষা-টি ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তনশীল। নিশ্চয়াত্মক বাক্যের ক্ষেত্রে, শ্বাসাঘাত, বিশেষ শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা, ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনই ক্রিয়ার বিভিন্নপ্রকার রূপও দেখা যায়। ব্যঞ্জনদ্বিত্বের প্রবণতা, শব্দমধ্যে 'হ' ধ্বনি রক্ষিত, অপনিহিতির ব্যবহার – ইত্যাদি যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সম্মতিসূচক বাক্যের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাড়নজাত মূর্ধন্য ব্যঞ্জন এর ব্যবহার কম। মৌখিক প্রয়োগের পাশাপাশি লেখ্যবাক্যের দন্ত্য-'র' এর ব্যবহার প্রাধান্য পায়। আ>হা, এ>এ্যা, হ>অ, ত>হ, এ>আ-এর প্রয়োগও যথেষ্ট। বাক্য শেষে না, নি, নে, নাই, নয় ব্যবহার করে নেতিবাচক বাক্য উচ্চারিত হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই ন>ল -তে পরিবর্তিত, সেক্ষেত্রে উচ্চারণের দরুন লাই, লেই, লা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে নেতিবাচক বাক্যেরও উচ্চারণ হয়ে থাকে। প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে, প্রশ্নের ভাবার্থ যখন ইতিবাচক হয়, সেক্ষেত্রেও 'নি' এর প্রয়োগ করে বাক্যের ভাবনা প্রকাশিত হয়। নেতিবাচক বাক্যের ক্ষেত্রে না, নি, নেই, নয় যুক্ত করেই প্রশ্নবোধক বাক্য উচ্চারিত হয়। আজ্ঞামূলক বাক্যের ক্ষেত্রে শ্বাসাঘাত পড়ে বাক্যের অন্তিম পদে,পদগুচ্ছেই বেশি উচ্চারণের ক্ষেত্রে। বৃহৎ বাক্য ব্যবহার না করে, ছোট ছোট বাক্যে উচ্চারণ প্রক্রিয়া দেখা যায়। ইচ্ছাসূচক বাক্যে মনের ভাব ইচ্ছা-অনুভূতি-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয় আঞ্চলিক উপভাষার শব্দ অবলম্বন করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভ>ব, তো>তু, ক>কু, ক>গ, এ>এ্যা ধ্বনিতে পরিবর্তিত। বিস্ময়সূচক বাক্য এর ক্ষেত্রে ইস্, এইরে, ইমাইগো, হ্যাঁগা, উইমা ইত্যাদি ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। বাক্যের আদিতে, অন্তিমে-উভয়স্থানেই বিস্ময়সূচক প্রকাশপদটি বসতে পারে। সরলবাক্যের ক্ষেত্রে, একটি

মাত্র সমাপিকা ক্রিয়াকেই ব্যবহার করে বাক্যের সমাপ্তি ঘটে। পক্ষান্তরে, জটিল বাক্যের ক্ষেত্রে, যেমন-তেমন, যদি-তবে, যখন-তখন, এ্যহন-আর, নতুবা ইত্যাদির ব্যবহার হয়ে থাকে। ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে শ্বাসবায়ুকে বাধা বিভিন্ন স্থানে দিয়ে, ঘর্ষণের মধ্যে দিয়ে যেমন ধ্বনি-উচ্চারণ দেখা যায় বাক্যে, তেমন-ই মধ্যগামী ও পার্শ্বিক ধ্বনির বৈচত্র্যতাও ধরা পড়ে শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে। পশ্চিম ত্রিপুরা অঞ্চলে, বিশেষত রাজধানী আগরতলাতে যে সকল ব্যক্তির মৌখিক বাংলা উচ্চারণ মান্যবাংলা ভাষা অনুসারী, তাদের ক্ষেত্রে-

১) উচ্চারণে প্রায় সব শব্দেই ঈ-কারের বদলে 'ই'-কার, মূর্ধন্য 'ণ'> দন্তন্য 'ন', 'ষ'>শ/স রূপেই (সমরূপেই)উচ্চারিত হয়।

২) ইংরাজী, হিন্দি, বাংলা ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে কথা বলার প্রবণতা বিশেষত নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেখা যায়।

৩) অপিনিহিতি-র ব্যবহার তুলনামূলকভাবে মান্যভাষা ব্যবহারকারীদের মধ্যে কম, তুলনায় অভিশ্রুতির ব্যবহার প্রচুর। বর্ণদ্বিতের প্রবণতাও লক্ষ্যণীয়। সমভাবেই স্বরসঙ্গতি ও সমীভবন এর প্রভাব বাক্য উচ্চারণে লক্ষ্য করা যায়।

৪) কোন কোন ক্ষেত্রে, শব্দের আদিতে ধ্বনির আগমনও ঘটেছে এবং ধ্বনিলোপও দেখা গেছে। সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি দ্বিস্বর ধ্বনিতেও পরিণত হয়ে উচ্চারিত হয়েছে বাক্যে।

৫) ক্রিয়া, সর্বনাম, বিশেষ্য, অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ বাংলা বাক্যে যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। যত্রতত্র আনুনাসিক এর প্রয়োগও লুপ্ত হয়েছে।

অর্থাৎ সম্পূর্ণ রাজধানী আগরতলা সহ পশ্চিম ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে ক্ষেত্রসমীক্ষার মধ্যে দিয়ে যে সকল তথ্য উঠে এসেছে, তার নিরিখে –মানদণ্ডেই বিচার্য হয়েছে সমগ্র বাংলা উপভাষার আঞ্চলিক রূপের ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যগঠনগত দিকগুলি। প্রতিটি ক্ষেত্রই ভাষাতাত্ত্বিক ও সমাজভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণে যথেষ্ট মৌলিক ও আকর্ষণীয়।

তথ্যসূত্র:

১. কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী, 'ত্রিপুরার ভাষাচর্চা: বাংলা ও ককবরক', জানুয়ারী,২০০৬, অক্ষর পাবলিকেশনস্, ISBN-81-89742-04-3

২. নির্মল দাশ ও রমাপ্রসাদ দত্ত সম্পাদিত, শতাব্দীর ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা- ২০০৫, অক্ষর পাবলিকেশনস্

৩. ডঃ পবিত্র সরকার, ভাষা, দেশ, কাল (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৯৮

৪. সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা ভাষাতত্ত্ব, ডিসেম্বর ২০০৭, প্যাপিরাম, ISBN- 81-8175-076-4

৫. কৃষ্ণপদ গোস্বামী, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, ১৯৭৩, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন, কলিকাতা

৬. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়-বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, অষ্টম সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৭. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়- ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা এ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা।

৮. ড. সুহাস চট্টোপাধ্যায়, ত্রিপুরার কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ, জানুয়ারি ১৯৭২, দি ইনস্টিটিউট অফ ল্যাংপুয়েজ এ্যান্ড এ্যাপ্লায়েড লিংগুইসটিকস্, কলিকাতা

৯. ক্যাপ্টেন টমাস হাবাট লুইন, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও তার অধিবাসীবৃন্দ, ১৮৬৯, অনুবাদ-১৯৯৬

১০. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, ডিসেম্বর ১৯৮৫, মাওলা ব্রাদার্স, ISBN-9844102758

১১. হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত), বাঙলা ভাষা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন

[১৭৪৩-১৯৮৩], ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ ও ফেব্রুয়ারি ২০০১, আগামী, ISBN: 978-984-401-3476 ও 9789844015685

১২. তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষার ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব, ভাষাদিবস ২০১২, প্রজ্ঞাবিকাশ,ISBN 978-93-81684-13-9

১৩. অভিজিৎ মজুমদার, ভাষাপ্রসঙ্গ ও ধ্বনিবিজ্ঞান, নভেম্বর ২০১৪, দে'জ, ISBN: 978-81-295-2183-5

১৪. শেখ মকবুল ইসলাম, গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান, ডিসেম্বর ২০১২, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ISBN: 987-93-82012-66-5

১৫. দেবেন্দ্রনাথ বর্মা, রাজবংশী ভাষার ইতিহাস, ২০১২, সোপান, কলকাতা, ISBN: 978-81-922470-0-7

১৬. কুমুদকুণ্ডু চৌধুরী, ত্রিপুরী টোটেম, ককবরক প্রবাদও অন্যান্য, ২০১২, অক্ষর, ISBN : 81-86802-49-5

১৭. মৃণাল নাথ, ভাষা ও সমাজ, জানুয়ারি ১৯৯৯, নয়া উদ্যোগ, ISBN : 81-85971-48-X

১৮. মহাম্মদ দানীউল হক, ভাষাবিজ্ঞানের কথা, ডিসেম্বর ২০০২, মাওলা ব্রাদার্স, ISBN: 9844103053